

কবিতা ০৬

বাবুরের মহত্ব কালিদাস রায়

৩ কবিতাটির মূলকথা

'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় মুঘল সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয় জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত-বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘূরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মন্ত্র হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেথের শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত বুক বাবুরের মহত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্ফীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী নিরোগ করেন।

৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি-

- ◻ শিখনফল-১ : সম্রাট বাবুরের মানবিকতা, সাহস, শক্তি ও রাজ্য জয় সম্পর্কে জানতে পারব। [ঢ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; রা. বো. '১৭]
- ◻ শিখনফল-২ : ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে পারব।
- ◻ শিখনফল-৩ : ঐতিহাসিক স্থান ও যুক্তি-বিগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারব।
- ◻ শিখনফল-৪ : মানুষের মহানুভবতা সম্পর্কে জানতে পারব। [কু. বো. '১৯; রা. বো. '১৮; ব. বো. '১৮]
- ◻ শিখনফল-৫ : সাহসী হতে শিখব। [রা. বো. '১৮; ব. বো. '১৮]
- ◻ শিখনফল-৬ : বাবুরের মহত্ব থেকে আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হব। [সি. বো. '১৯; ঢ. বো. '১৭; চ. বো. '১৭]

৫ কবি-পরিচিতি

নাম : কালিদাস রায়।

জন্ম সাল : ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : কড়ুই গ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

শিক্ষাজীবন : বিএ (১৯১০), বহরমপুর কলেজ। এমএ (দর্শন), অসমাঞ্চ, কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ।

কর্মজীবন/পেশা : সহকারী শিক্ষক, পরবর্তী সময়ে প্রধান শিক্ষক, মহারাণী ষ্঵র্ণময়ী স্কুল। সহকারী শিক্ষক, বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক, মিত্র ইনসিটিউশন।

সাহিত্য সাধনা : কাব্যপ্রন্থ : কিশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ঝাতুমঙ্গল, ক্ষুদরুঁড়া, রসকদম্ব, বৈকালী, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : জগত্তারিণী ষ্঵র্ণপদক, সরোজিনী ষ্঵র্ণপদক, আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র সূতি পুরস্কার প্রত্তি।

উপাধি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি লাভ। এছাড়া 'কবিশেখর' ও 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত।

মৃত্যু : ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।



৬ উৎস-পরিচিতি

'বাবুরের মহত্ব' কবিতাটি কবি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যপ্রন্থ থেকে সংকলিত।

৭ পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

মহত্ব	— মহৎ গুণ, মহৎ ভাব।
দখল	— অধিকার, আয়তে আনয়ন।
করে	— হাতে, হস্তে।
দৈব বলে	— অলৌকিক শক্তিতে।
কৃত্য	— নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ।
ক্লেশ	— দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা।
শোণিত	— রক্ত, লোহিত, লহু।
আগায়	— অগ্রসর হয়, এগিয়ে যায়।
হরিতে	— হরণ করতে।
করপুটে	— জোড় হাতে, অঞ্জলিতে।
প্রাণবধ	— হত্যা, খুন।
বীরভোগ্যা	— বীরের অধিকার বা ভোগের উপযুক্ত।

৯ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই-

কৃত্য	ক্লেশ	ছন্দবেশ	তৃষ্ণ	দস্য	পাঞ্জাব	প্রজারঞ্জন	প্রতিহিংসা	ফাঁকি	বিস্মিত
মহত্ব	শুণি	শোণিত	সাম্রাজ্য	স্বপ্ন	স্বয়ং	স্বীকৃতি	ক্ষুদরুঁড়া	পর্ণপুট	পূর্ণাহুতি

জটিল ও দুর্ভুল পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

»

পাঠ্যন-বাদশা লোদি

পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহিগঢ়ি,
দেখিল বাবুর এ-জয় তাহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গজিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুঠিত ধন

দেশে ফিরে যাও, নতুনা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'

ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠ্যন সম্মাট সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে বাবুর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য জয়ের পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার সে জয় অসম্পূর্ণ। কারণ তিনি তখনও ভারতবাসীর মন জয় করতে পারেননি। মেবার রাজ সংগ্রাম সিংহ দেহে প্রাণ থাকতে বাবুরকে বিজয়ী বলতে অস্বীকার করেন। তিনি বাবুরকে লুঠিত দ্রব্য নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার অথবা যুদ্ধ করতে আহ্বান জানান।

»

খানুয়ার প্রান্তরে

সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন-অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উভর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শান্তি কৃতয় দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।

আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত খানুয়ার যুদ্ধে বীর বাবুরের হাতে রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সারা উভর ভারত বাবুরের আয়ত্তে চলে আসে। তখন আর পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খান লোদির বিশ্বাসঘাতকতার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। বাবুরকে অন্য কোনো শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলার প্রয়োজন হয় না।

»

দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্মৰি।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দু-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ

মুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।

লুঠিত সম্পদে বাবুর দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্য জয় করার পর রাজ্যের মানুষের হৃদয় জয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি প্রজাসাধারণের কল্যাপে আত্মনিরোগ করলেন। তিনি হিন্দুদের হৃদয় জয় করতে রাজ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠান মনোযোগ দিলেন। ছদ্মবেশে তিনি পথে পথে ঘুরে প্রজার দুঃখ-কষ্ট দূর করতে চাইলেন।

» চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রংবীর চৌহান

করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কৃত্তির তলে কৃপাপ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোপিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঢ়ায়ে যুবক দিল্লির পথ-পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।

সেই সময় রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রংবীর চৌহান বাবুরের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। জামার নিচে লুকিয়ে রাখা অন্ত দিয়ে বাবুরকে হত্যা করে চিতোরের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায় রাজপুত-বীর তরুণ রংবীর চৌহান। দিল্লির পথের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে প্রতিনিয়ত জনতার মাঝে বাবুরকে খুঁজে বেড়ায়।

» হেন কালে এক মত হস্তী ছুটিল পথের পরে

পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।

সকলেই গেল সরি

কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধূলায় পড়ি।

হাতির পায়ের চাপে

'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ডয়ে কাঁপে।

'কুড়াইয়া আন ওরে'

সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।

সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিন্তার করি উঠে।

চৌহান যখন পথে পথে বাবুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ দেখল পথে একটি মত হাতি ছুটে চলছে। সবাই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটি শিশু ধূলায় পড়ে আছে। হাতির পায়ের নিচে শিশুটির প্রাণ যাবে এই ভয়ে লোকজন ভীত ও কম্পিত। কিন্তু কেউ সাহস করে শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে না। সবাই যখন শিশুটিকে বাঁচানোর কথা বলাবলি করছে অথচ কেউ যাচ্ছে না, তখন এক বিদেশি পুরুষ সেই ভিড় ঠেলে সেদিকে ছুটে গেল। সবাই তাকে নিষেধ করল। হাতির আঘাতে তার প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কায় তারা চিন্তার চেমেটি শুরু করল।

»

করী-শুড়ের ঘর্ষণ দেহে সহি

পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্সে বহি

করিয়া আসিল বীর।

চারি পাশে তার জমিল পোকের ভিড়।

বলিয়া উঠিল এক জন, 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে-আকুক তৃষ্ণি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?

বুদার দয়ার পেয়েছে নিজের জান,

কেলে দিয়ে ওরে এখন করগে মান।'

শিশুর জননী ছেলে কিরে পেয়ে বুকে

বক্সে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে।

কিন্তু লোকটি কারও কথা, কারও বাধা মানল না। মত হাতির শুড়ের আঘাত সহ্য করে পথের শিশুটিকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলো। শিশুটিকে বাঁচাতে তাঁর এ মানবিকবোধ ও সাহসিকতা দেখে লোকজন এগিয়ে এলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমে উঠল। তাদের মধ্যে একজন শিশুটির পরিচয় জানাল যে, সে মেথরের ছেলে। মেথরের ছেলের জন্য লোকটি নিজের প্রাণ হারাতে বসেছিল বলে অনেকে তাকে ভর্তুনা করল। খোদা তার জীবন বাঁচিয়েছেন। সে শিশুটিকে ফেলে দিয়ে বীরকে তখনই গোসল করে পবিত্র হতে বলল। আর ঐ শিশুটির মা সন্তানকে ফিরে পেয়ে আবেগে বুকে জড়িয়ে নেয়। তার হৃদয়ের স্নেহ-মত্তা চেলে দেয় শিশুটির ওপর।

৬. 'কুন এখন দণ্ডবিধান মোর'— কীসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে?
 i. প্রতিহিংসার
 ii. অন্ধ মোহের
 iii. অপরাধের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক

i

ক্রি. i ও ii

গ

iii

ঘ. i, ii ও iii

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, গৃষ্ণা-103]

১০ সুজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ প্রচণ্ড বন্যায় ভূবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই ঘরবাড়ি ভূবে যায়। নিরাশয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে। জীব স্ন্যাতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ভূবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কুলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

ক. রণবীর চৌহান কে ছিলেন?

১

খ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে।' কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়ার আচরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় কুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না— যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. • রণবীর চৌহান হলেন স্বদেশপ্রেরিক রাজপুত যুবক।

খ. • প্রশ্নোক্ত কথাটি সম্ভাট বাবুর রণবীরের চৌহানকে বলেছেন।

গ. • 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্ভাট বাবুরের মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। রাজপুত-বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রাজপথে ঘূর্ণিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেঠের শিশুকে উদ্ধার করেন। রণবীর চৌহান বাবুরের এমন মহানুভবতা দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ ঝীকার করে শান্তি পেতে চায়। তখন বাবুর রণবীর চৌহানকে বলেন, কাউকে শান্তি দেওয়া সহজ কিন্তু ক্ষমা করে জীবন দান দেওয়া কঠিন।

ঘ. • উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়ার আচরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় কুটে ওঠা দিকটি হলো— সম্ভাট বাবুরের মানবিক মূল্যবোধ ও মহানুভবতা।

১. পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই একে অন্যের বিপদে-আপদে এগিয়ে এসে মানবিকতার পরিচয় দেয়। কোনো কোনো সময় নিজের জীবন দিয়ে হলেও অন্যের মঙ্গল সাধন করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষের জন্য।

২. উদ্দীপকে বড় মিয়া নামের এক যুবক নিজের জীবন দিয়ে একটি ভূবন্ত শিশুর জীবন বাঁচান। বন্যায় প্রচণ্ড স্ন্যাতের টানে নৌকা উল্টে ভূবে যাওয়া একটি শিশু উদ্ধার করতে জলে ঝাপিয়ে পড়েন বড় মিয়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশুটিকে নিয়ে তিনি পাড়ে ওঠেন। তিনি তখন প্রচণ্ড ক্লান্ত। তার দেহ নেতৃত্বে পড়ে। ডাক্তার এসে পরীক্ষার পর জানা গেল, তিনি আর বেঁচে নেই। তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছেন একটি মানবশিশুকে বাঁচাতে গিয়ে। উদ্দীপকে তার যে মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বাবুরের মানবিক মূল্যবোধ ও মহানুভবতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ

বাবুর নিজে সীমান্তে কট সহ করে থাজাদের দুঃখ-কট লাঘব করতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একদিন মত হাতির সামনে থেকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাতির শুভের ঘোষা সহ্য করে একটি মেঠের শিশুকে উদ্ধার করেছেন। তাকে হত্যা করতে রণবীর চৌহান রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে জেনেও তাকে ক্ষমা করেছেন।

১. • উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না— মন্তব্যটি যথার্থ।

২. সাম্যবাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষই সমান। ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য আমাদের সমাজে বিদ্যমান তা মানুষের সুখ-শান্তির অন্তরায়। 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য'— এই সত্যকে সামনে রেখে মানুষ কাজ করলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে।

৩. উদ্দীপকে দুর্ঘটনা কবলিত একটি শিশুর জীবন বাঁচাতে গিয়ে বড় মিয়া নামের এক মহানুভব যুবকের জীবন বিসর্জনের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যক্তির মানবতাবোধ 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার বাবুরের মানবতাবোধের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে বাবুর যেভাবে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং রাজ্যবিস্তারে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সে ধরনের ইঙ্গিত উদ্দীপকে নেই।

৪. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় কবি দুটি দিক তুলে ধরেছেন। এক বাবুরের যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য জয় ও রাজ্য বিস্তার এবং দুই রাজ্যের প্রজাদের মন জয় করার জন্য তাদের প্রতি মহানুভবতা ও সেবা প্রদান। এ দুটির মধ্যে প্রথম বিষয়টি উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। উদ্দীপকটি কেবল দ্বিতীয় বিষয়টিকে নির্দেশ করেছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২ "বাঁচিতে চাই না আর

জীবন আমার সংপিলাম, পীর, পৃত পদে আপনার।

ইত্রাহীমের গুণঘাতক আমি ছাড়া কেউ নয়,

ঐ অসিখানা এ বুকে হানুন সতোর হোক জয়।"

ক. বাবুরের আসল নাম কী?

খ. সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।— উক্তিটি কার, কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইত্রাহীমের গুণঘাতকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে কতটুকু সক্ষম তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বল।

১. বাবুরের আসল নাম জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ।

২. সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।— রাজপুত বীর রণবীর চৌহান সম্ভাট বাবুরের মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে উক্তিটি করেছে।

৩. রাজপুত বীর রণবীর চৌহান প্রতিশোধ নেবার জন্য সম্ভাট বাবুরকে হত্যা করার সুযোগ দেওয়েন। একদিন দেখেন বাবুর মত হাতির কবল থেকে এক মেঠের শিশুকে বাঁচান আপন জীবন বিপন্ন করে। তার মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে রণবীর বাবুরের কাছে তার উদ্দেশ্যের কথা ঝীকার করে ক্ষমা চান। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইত্রাহীমের গুণঘাতকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো অপরাধ ঝীকার করে নিজের শান্তি দাবি করা।

৫. মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষের মানবীয় সব গুণের সমর্পিত পরিশীলিত বহিপ্রকাশ। অন্যের প্রতি গভীর সহানুভূতি না থাকলে মানুষ মহৎ হতে পারে না। মহৎ মানুষ ইনতা, দীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দোষ থেকে দূরে থাকে।

০ উদ্বীপকের কবিতাংশে ইত্তাহীমের গুণঘাতকের অপরাধ স্বীকার ও শান্তি পেতে চাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়টি 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার রণবীর চৌহানের অপরাধ স্বীকার করে সম্ভাট বাবুরের কাছে শান্তি প্রার্থনা করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাবুর ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মেবার রাজ্য জয় করলে মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরের এক তরুণ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করতে খুঁজে বেড়ায়। একদিন বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত হাতির কবল থেকে এক মেথর শিশুকে উন্ধার করেন। বাবুরের এ মহৎ কর্ম দেখে তরুণ বীর চৌহানের ভূল ভেঙে যায়। হত্যার পরিবর্তে সে নিজেই বাবুরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে শান্তি প্রত্যাশা করে। উদ্বীপকে ইত্তাহীমের গুণঘাতকও সত্যের জয় প্রত্যাশা করে নিজের জীবন সঁপে দিয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপকে উল্লিখিত ইত্তাহীমের গুণঘাতকের সঙ্গে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো— অপরাধ স্বীকার করে নিজের শান্তি দাবি করা।

- ক. • উদ্বীপকটি 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে পুরোপুরি সক্ষম নয়, তবে একটি অংশের ভাব প্রকাশ সক্ষম।
- ১. সংশোধনের সুযোগ পেলে অনেক অপরাধী অপরাধ ও হিংসাত্মক মনোভাব পরিহার করে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা তাদের মহৎ আদর্শ ও মানবীয় গুণের দ্বারা চরম শত্রুকেও বন্ধুত্বে পরিণত করতে পারেন।

০ উদ্বীপকের কবিতাংশে একজন গুণঘাতকের তাজ্জাসমর্পণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ইত্তাহীমের গুণঘাতককে হত্যা করার জন্য যিনি খুঁজে বেড়ান তাঁর কাছে ঘাতক নিজেই নিজের জীবন সঁপে দিয়েছে অপরাধের শান্তি পেতে। এ বিষয়টি 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার মূলভাবের বিশেষ একটি দিকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিতায় এ বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য কবিতায় বাবুর মেথর শিশুকে বাঁচিয়ে যে মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে মুগ্ধ হয়েই রাজপুত তরুণ রণবীর নিজের অপরাধ স্বীকার করে শান্তি পেতে তাঁর পারের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

- ০ 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় মুঘল সম্ভাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের ইত্তাহিম লোদিকে প্রারজিত করে বাবুর দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে প্রারজিত করে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বীপকে এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি অনুপস্থিত। এছাড়াও কবিতায় বাবুরের বীরত্ব, সাহস ও মহানুভবতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে উদ্বীপকে প্রকাশ পেয়েছে একজন অপরাধীর অপরাধ স্বীকার করার কথা যা স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক রণবীর চৌহানের অপরাধ স্বীকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়টি ছাড়া কবিতার আর কোনো বিষয় উদ্বীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপকটি আলোচ্য কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে পুরোপুরি সক্ষম নয়, তবে একটি অংশের ভাব প্রকাশে সক্ষম।

► গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

ক. মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 102

১. 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
ক) খানুয়া, মেবার
গ) মেবার, দিল্লি
২. ছন্দবেশ ধারণ করে কে পথে পথে ঘূরছিল?
[মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক) বাদশাহ লোদি
গ) বাবুর
৩. "দেখিল বাবুর এ-জয় তাহার কাঁকি।" কাঁকি বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক) অসহযোগিতা
গ) প্রকৃত জয়
৪. 'করি-শুভের ঘর্ষণ দেহে সহি'- চরণটির অর্থ হচ্ছে—
[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক) মত হাতির আঘাত সহ্য করে
গ) হাতির শুভের আঘাত সহ্য করে
৫. বিজিতের হৃদয় দখল করতে চাওয়ার কারণ কী?
[বগুড়া ক্যাটনমেট পাবলিক মুল ও কলেজ]
ক) শুধু লুঠন করা
গ) মানুষকে কাছে পাওয়া
৬. বাবুরের করপুটে রণবীর কী রাখল?
[বগুড়া ক্যাটনমেট পাবলিক মুল ও কলেজ]
ক) গুপ্ত অস্ত্র
গ) গুপ্তজামা

৭. রণবীর চৌহান সম্ভাট বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল—

[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) প্রতিশোধ নিতে
গ) ধর্মীয় বিষ্বেষ

ৰ) রাজ্যলোড

৮. বাবুরের মহত্ব কবিতায় 'বড়ই কঠিন' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ফেনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক) জীবন নেওয়া

ৰ) মহৎ কাজ

- গ) জীবন দেওয়া

ঘ) ক্রমা করা

৯. রণবীর চৌহানের কোন বিষয়টি সম্ভাট বাবুরকে মুক্ত করে?

[অন্যান্য সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাকশনবাড়িয়া]

- ক) রণ-কৌশল

ৰ) মহত্ব

- গ) বিচক্ষণতা

ঘ) সততা

১০. 'ভারতভূমির যোগ্য পালক যেবা'- উক্ত চরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?

[গত: মুসলিম হাই কুল, চট্টগ্রাম]

- ক) বাবুরের বীরত্ব

ৰ) বাবুরের যোগ্যতা

- গ) বাবুরের দৃঢ়তা

ঘ) বাবুরের কঠোরতা

১১. পানিপথের যুদ্ধে কে নিহত হয়েছেন?

- ক) সংগ্রাম সিং

ৰ) দৌলত খা

- গ) রণবীর চৌহান

ঘ) ইত্তাহিম লোদি

১২. কোনটি সত্য?

- ক) ইত্তাহিম লোদি দিল্লির শাহিগঞ্জি দখল করেন

- ৰ) সংগ্রাম সিং দিল্লির শাহিগঞ্জি দখল করেন

- গ) বাবুর দিল্লির শাহিগঞ্জি দখল করলেন

- ঘ) চৌহান দিল্লির শাহিগঞ্জি দখল করলেন

১৩. 'দেখিল বাবুর এ-জয় তাহার কাঁকি'- উন্মুক্তাংশে কোন জয়ের কথা বলা হয়েছে?

- ক) পানিপথের যুদ্ধ জয়

ৰ) খানুয়ার প্রান্তরে জয়

- গ) প্রজার হৃদয় জয়

ঘ) রণবীর চৌহানের হৃদয় জয়

১৪. খানুয়ার প্রান্তরে বাদশা বাবুরের সাথে যুদ্ধ করে কে?

- ক) দৌলত খা

ৰ) রণবীর চৌহান

- গ) ইত্তাহিম লোদি

ঘ) সংগ্রাম সিং

- | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ৩০. | ‘পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল’— কেন? | [নি. বো. ’১৮] |
| ক | কৌশানের ভয়ে | গ) মত্ত হাতির জন্য |
| খ | গ) ইব্রাহিম লোদির ভয়ে | ঘ) বাবুরের জন্য |
| ৩১. | সম্রাট বাবুর মেথের শিশুকে মত্ত হাতির কবল থেকে রক্ষা করে কিসের পরিচয় দিয়েছেন? | [নি. বো. ’১৮] |
| ক | বিশ্বস্ততার | গ) শ্রেষ্ঠত্বের |
| গ | গ) মানবিকতার | ঘ) নৈতিকতার |
| ৩২. | ‘প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [ব. বো. ’১৮] | |
| ক | প্রজাকে আকর্ষণ | গ) প্রজার মায়া |
| গ | গ) প্রজার কল্যাণ | ঘ) প্রজা পালন |
| ৩৩. | খানুয়ার প্রান্তরে কার পতন হয়েছিল? | [জ. বো. ’১৭] |
| ক | দৌলত খাঁর | গ) চৌহানের |
| গ | গ) সংগ্রাম সিংহের | ঘ) ইব্রাহিম লোদির |
| ৩৪. | খলিফা উমর (রা.) ছিলেন মানবতার এক মহান সেবক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশা।
উদ্দীপকে মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ হ্যরত উমর (রা.) এর সাথে ‘বাবুরের মহস্ত’ কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? [রা. বো. ’১৭] | |
| ক | ইব্রাহিম লোদি | গ) সম্রাট বাবুর |
| খ | গ) রণবীর চৌহান | ঘ) সংগ্রাম সিংহ |
| ৩৫. | নিচের কোন বাক্যে সম্রাট বাবুর-এর মহানুভবতা ফুটে উঠেছে? | [ব. বো. ’১৭] |
| ক | করি শুভের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
খ) মাটির দখলই খাটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির
গ) কহিল সঁপিয়া গুণ্ঠ কৃপাণ বাবুরের করপুটে
জাহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ করিতে
আসিয়া দেখিলাম! | |
| খ | বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে, জীবন নেওয়ার চেয়ে জান না
কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে। | |
| শব্দার্থ ও টীকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 104 | | |
| ৩৬. | ‘করী-শুভ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনটি? | |
| ক | ঘোড়ার লেজ | গ) হাতির শুভ |
| খ | গ) গরুর লেজ | ঘ) পায়ের তলা |
| ৩৭. | ‘বে-আকুফ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? | |
| ক | নির্বোধ | গ) বিচক্ষণ |
| গ | গ) ধূর্ত | ঘ) চালাক |
| ৩৮. | ‘কৃপাণ’ শব্দের অর্থ কী? | |
| ক | ভেতরের তলোয়ার | গ) ছোট তরবারি |
| খ | গ) বিষ মাখানো ছুরি | ঘ) খোলা তলোয়ার |
| ৩৯. | ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? | |
| ক | হুমায়ুন | গ) বাবুর |
| গ | গ) জাহাঙ্গীর | ঘ) শেরশাহ |
| ৪০. | বাবুর ছিলেন— | |
| ক | ভারতের প্রেসিডেন্ট | গ) ইব্রাহিম লোদির ভাই |
| গ | গ) দিল্লির সম্রাট | ঘ) দিল্লির সর্বশেষ সম্রাট |
| ৪১. | সম্রাট বাবুরের আসল নাম কী? | |
| ক | ইব্রাহিম লোদি | গ) শাহজাহান |
| গ | গ) জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ | ঘ) দৌলত খা |
| ৪২. | বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খা লোদি কোথাকার শাসক ছিলেন? | |
| ক | চিতোরের | গ) মেবারের |
| ঘ | ঘ) খানুয়ার | ঘ) পাঞ্চাবের |

 পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 105

- ৫৬.** 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় কবি মূলভাবটি কৃতিয়ে তুলেছেন কীসের
মাধ্যমে?

 - (ক) কবিতার আজিক গঠনে
 - (খ) বাবুরের মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে
 - (গ) ভাষা ও ছন্দে
 - (ঘ) চৌহানের চরিত্রে

৫৭. রণবীর চৌহান কে?

 - (ক) রাজপুত জাতির নেতা
 - (খ) চিতোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
 - (গ) স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক
 - (ঘ) মেৰার রাজ্যের অধিপতি

৫৮. বাবুর কাকে দেহরক্ষী নিয়োগ করেন?

 - (ক) মন্ত্রীকে
 - (খ) রণবীর চৌহানকে
 - (গ) বন্ধুরীকে
 - (ঘ) লোদিকে

৫৯. 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? [পাননা জেলা তুলা]

 - (ক) মানবতা
 - (খ) দেশপ্রেম
 - (গ) সাম্যবাদ
 - (ঘ) পরোপকারিতা

কবি-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 109

 বহুপদী সমাপ্তিসংক্ৰ বড়নির্বাচনি পৰ্শ ও উৱাৰ

৬৮. 'করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'— কীসের দণ্ডবিধানের কথা বলা
হয়েছে? [ম্যাশনাল আইডিয়াল ছুল, ঢাকা]
 i. প্রতিহিংসার
 ii. অন্ধ মোহ
 iii. অপরাধবোধ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৩) i ও ii ৪) ii ও iii ৫) i ও iii ৬) i, ii ও iii

৬৯. 'পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি ফিরিয়া আসিল বীর' বীর হচ্ছে—
[বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]
- i. বাবুর
 - ii. মুঘল সম্রাট
 - iii. জহিরউদ্দিন মুহম্মদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭০. রংবীর চৌহানের ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য সঠিক?
[জ্যোগুহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
- i. বিশ্বাসঘাতক
 - ii. ষষ্ঠেশ্বরেমিক
 - iii. চিতরের যোদ্ধা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭১. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে'— উক্তিটির তাৎপর্য কী?
[কলার্সহোম, সিলেট]
- i. জীবন অমৃলা
 - ii. অপরের জীবন রক্ষা করাই প্রকৃত মহত্ত্ব
 - iii. শাস্তি দেওয়ার থেকে ক্ষমা করা কঠিন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭২. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার প্রকাশিত ভাব—
[সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঝালকাটি]
- i. ক্ষমতা দখলের চেয়ে মানুষের ভালোবাসা বড়
 - ii. মানুষের জন্য পরিচয়ই বড় নয়
 - iii. ক্ষমা মহৎ গুণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. (খ) ii. (গ) i. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭৩. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরে—
[দি. বো. '১৭]
- i. মহৎ আদর্শ
 - ii. মানবিক মূল্যবোধ
 - iii. মহানুভবতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. (খ) ii. (গ) iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭৪. সম্রাট বাবুরের ক্ষেত্রে যে কথাটি প্রযোজ্য—
i. ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
- ii. আসল নাম জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ
 - iii. আসল নাম জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭৫. কবিতায় উল্লিখিত 'খানুয়ার প্রাতির' হলো—
i. আগ্নার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র
- ii. এখানে বাবুর ইত্তাহিম লোদিকে পরাজিত করেন
 - iii. এখানে বাবুর সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭৬. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় মত হাতির সামনে ছিল—
i. একটি শিশু
- ii. যেথের সন্তান
 - iii. একজন নারী
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৭৭. রংবীর চৌহান বাবুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, কারণ—
i. সে তার ডুল বুবাতে পেরেছিল
- ii. সে ডয় পেয়ে গিয়েছিল
 - iii. সে সম্রাটের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.

- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**
৭৮. উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ভৃত্য চড়িল উটের পঞ্চে উমর ধরিল রঞ্জি
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামির শশী'।
[গান্ধারিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মোড়, মুন্দুরা]
৭৯. অনুচ্ছেদে ফুটে ওঠা ভাবটি কোন রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. বাবুরের মহত্ত্ব খ. দুই বিদ্যা জগি
গ. পড়ে পাওয়া ঘ. অতিথির স্মৃতি
৮০. উক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তি হলো—
i. মহানুভবতা
ii. অসাম্প্রদায়িকতা
iii. সাম্যবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৮১. উদ্দীপকটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'
[দি. বো. '১৯]
৮২. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা ভাব নিচের কোন রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. বাবুরের মহত্ত্ব খ. দুই বিদ্যা জগি
গ. বুপাই ঘ. প্রার্থনা
৮৩. ফুটে ওঠা ভাবটির ভিত্তি হচ্ছে—
i. মহানুভবতা
ii. মানবপ্রেম
iii. মানবিক মূল্যবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৮৪. উদ্দীপকটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'অপূর্ব ক্ষমা' রচনায় ইমাম হাসান (রা.)-এর অপূর্ব ক্ষমা ফুটে উঠেছে। স্ত্রী জাএদা ষড়যন্ত্রে পড়ে তার স্বামী ইমাম হাসান (রা.)-কে বিষপান করালে তিনি তা জানতে পারেন এবং স্ত্রী জাএদাকে ক্ষমা করে দিয়ে ক্ষমার মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।
[ম. বো. '১৯]
৮৫. উদ্দীপকের ভাবার্থ নিচের কোন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে?
ক. মানবধর্ম খ. সুখী মানুষ
গ. তৈলচিত্রের ভূত ঘ. বাবুরের মহত্ত্ব
৮৬. উপর্যুক্ত রচনায় যে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে—
i. স্বষ্টার প্রতি আনুগতা
ii. উদারতা
iii. ক্ষমা
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.
৮৭. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৪ ও ৮৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
নদীর তীরে হাঁটার সময় চেচামেটি শুনে চেয়ারম্যান সাহেব এগিয়ে গিয়ে দেখেন একটি ছোট মেয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছে। কেউ তাকে উন্ধারের চেষ্টা করছে না। চেয়ারম্যান সাহেব নদীতে ঝাপ দিয়ে মেয়েটিকে পানিতে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন।
[য. বো. '১৭]
৮৮. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেব কোন দিক দিয়ে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার বাবুরের সাথে তুলনীয়?
i. মহানুভবতা
ii. মানবিক মূল্যবোধ
iii. মানবপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i. ii. (খ) i. iii. (গ) ii. iii. (ঘ) i. ii. iii.

৮৫. উক্ত দিকের সাথে সংগতিপূর্ণ চরণ কোনটি?

- (ক) পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি ফিরিয়া আসিল বীর
- (খ) শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান
- (গ) বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে
- (ঘ) প্রাপ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও

৮৬. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৬ ও ৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে তব মহস্ত-কথা— সেদিন সে বিভাবী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া শুধুত্বর দৃঢ়ি শিশু সকরুণ সুরে
কান্দিতেছে আর দুখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কান্দিয়া অকৃলে চায়।
শুনিয়া সকল কান্দিতে কান্দিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে, 'এসব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।

৮৭. উদ্দীপকে যে মানবতাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে তা তোমার পঠিত নিচের কোন কবিতার ডাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- (ক) বঙ্গভূমির প্রতি
- (খ) বাবুরের মহস্ত
- (গ) নদীর স্বপ্ন
- (ঘ) একুশের গান

৮৭. উদ্দীপকের 'নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি' কথাটির প্রতিফলনি শোনা যায় নিচের কোন বাক্যে?

- (ক) গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং 'জিনেহে মুসলিমান'
- (খ) বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ
- (গ) মাটির দখলই খাটি জয় নয় বুবেছে বিজয়ী বীর
- (ঘ) ঘুরে পথে পথে ঘুজিতে প্রজার কোথায় দৃঃখ ক্লেশ

৮৮. উদ্দীপকটি পড়ে ৮৮ ও ৮৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : "কহিল কান্দিয়া— 'হে দয়াল খোদা, হে রহিম রহমান,
মোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আমারি আপন প্রাণ,
তাই নিয়ে প্রত্ব পুত্রের প্রাণ কর মোরে প্রতিদান।"

৮৯. উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার কোন চরণের মূলভাবকে নির্দেশ করে?

- (ক) সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে
- (খ) জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে
- (গ) বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
- (ঘ) প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।

৯০. উদ্দীপকের 'প্রাণ কর মোরে প্রতিদান' এ প্রার্থনার বিপরীত চির দেখা যায় 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার কোন ঘটনায়?

- (ক) ভারতের ইত্তাহিম লোদিকে পরাজিত করার ঘটনায়
- (খ) খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করার ঘটনায়
- (গ) মত হাতির সামনে থেকে মেথর শিশুকে উন্ধারের ঘটনায়
- (ঘ) বাবুরকে হত্যা করতে আসা রাজপুত বীর রণবীর চৌহানকে ক্ষমার ঘটনায়

► গুরুত্বপূর্ণ সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

শিখনফলের ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ১> ঢাকা বোর্ড ২০১৮; কুমিল্লা বোর্ড ২০১৮

উদ্দীপক-১ : থাইল্যান্ডের পানিপূর্ণ থাম লুয়াং গুহায় কোচসহ তেরোজন কিশোর ফুটবলার আটকা পড়লে সে দেশের অবসরপ্রাপ্ত নৌবাহিনীর ডুবুরি মাসেই সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে তাদের খোজ করে খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করে। ফিরে আসার সময় সিলিঙ্গারের অঞ্জিজেন শেষ হলে গুহার মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দুঃসাহসিক এ অভিযানে ১৩ জন মানুষের জীবন রক্ষা পায়।

উদ্দীপক-২ : সুবর্ণপুর প্রামের ওয়ার্ড মেষ্টার তার যোগ্যতাবলে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, পরবর্তীতে মেঘর। এভাবে এখন তিনি জাতীয় সংসদের একজন সম্মানিত সদস্য। জনগণ তাঁর প্রশংস্যায় পঞ্চমুখ হলেও তিনি মনে করেন দেশ ও জনগণের জন্য তাকে আরও অনেক কিন্তু করতে হবে।

- ক. বাবুরের দ্রব্যবেশে রাজপথে ঘোরার কারণ কী? ১
- খ. রণবীর চৌহানের প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর কেটে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপক-১-এ 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় সম্মাট বাবুর চরিত্রের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপক-২-এর ওয়ার্ড মেষ্টার কি সম্মাট বাবুরের সার্থক প্রতিনিধি? তোমার উত্তরের পক্ষে ঘুষ্টি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক. • প্রজাসাধারণের দৃঃখ-কন্ট দূর করতে বাবুর দ্রব্যবেশে রাজপথে ঘুরে বেড়ান।
- খ. • বাবুরের মহস্ত দেখে রাজপুত যোদ্ধা রণবীর চৌহানের প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর কেটে যায়।
- রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরের তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান। তিনি বাবুরকে হত্যা করে চিতোরের অপমানের প্রতিশোধ নিতে চান। এ কারণে তিনি বাবুরের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। এ সময় বাবুরও রাজ্য জয়ের পর প্রজাসাধারণের দৃঃখ-

কন্ট দূর করার মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করার জন্য দ্রব্যবেশে রাজপথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। একদিন চলার পথে বাবুর নিজের জীবনের মাঝা ত্যাগ করে মত হাতির কবল থেকে এক মেথর শিশুকে উন্ধার করেন। রাজপুত যুবক রণবীর চৌহান বাবুরের এ মহত্ত্বে বিস্মিত হন। এ ঘটনায় রণবীর চৌহানের প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর কেটে যায়।

- গ. • উদ্দীপক-১-এ 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় সম্মাট বাবুর চরিত্রের নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের জীবন বাঁচানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।
- জগতে মহৎ ব্যক্তিরা মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা অনুভব করেন। তাঁরা সমস্ত ষার্থপরতা, ইন্তা, দীনতা, সংকীর্ণতা পরিহার করে পরোপকারে কাজ করেন। অন্যের জীবন বাঁচাতে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হন না।
- উদ্দীপকে থাইল্যান্ডের থাম লুয়াং গুহায় আটকে পড়া ১৩ কিশোর ফুটবলারকে নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ডুবুরি মাসেই খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহ করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি আটকে পড়া ফুটবলাদের সাহায্য করেছেন। উদ্দীপক-১-এর এই বিষয়টি 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় প্রতিফলিত নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মত হাতির সামনে থেকে মেথর শিশুকে উন্ধার করার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মত হাতির ভয়ে যখন সবাই পথ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন সেখানে একটি শিশু রাজপথের ধূলায় পড়ে ছিল। সবাই শিশুর জীবননাশের শঙ্কায় হায় হায় করছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে যায়নি। সেই অবস্থায় বাবুর ভিড় ঠেলে দৌড়ে গিয়ে তাকে মত হাতির সামনে থেকে কুড়িয়ে আনেন। এই ঘটনাটি উদ্দীপক-১-এ ১৩ কিশোর ফুটবলারকে উন্ধারের ক্ষেত্রে ডুবুরি মাসেইয়ের জীবনদানের ঘটনাটির দিকটিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক-১ এ আলোচ্য কবিতায় সম্মাট বাবুর চরিত্রের নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যের জীবন বাঁচানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।



- য.** ০ হ্যাঁ, উদ্বীপক-২-এর ওয়ার্ড মেম্বার সম্মাট বাবুরের সার্থক প্রতিনিধি।
- পৃথিবীতে যারা উচ্চাসন লাভ করেন, তাদের উচিত অসহায় দুর্বলদের কল্যাণ করে, তাদের মনের দুঃখ দূর করা। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাই উচু-নিচু ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে মানবকল্যাণে কাজ করতে হবে। আর তাহলেই জগতে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।
 - উদ্বীপক-২-এ সুবর্ণপুর গ্রামের ওয়ার্ড মেম্বারের কর্মদক্ষতা ও সাফল্যে জনগণের প্রশংসার বিষয়টি ভুলে ধরা হয়েছে। এখানে ভালো কাজের মাধ্যমে মেম্বার থেকে জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন সুবর্ণপুর গ্রামের মেম্বার এবং জনগণের প্রশংসা লাভ করেছেন। উদ্বীপক-২-এর এই মেম্বারের মতো জনগণের হৃদয় জয় করে প্রকৃত জয়ী হতে চেয়েছেন 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার সম্মাট বাবুর। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের রাজাদের পরাজিত করে রাজ্য অধিকার করে লক্ষ করেন যে ভূমির দখল পেলেও মানুষের মনে জায়গা করতে পারেননি। তাই তিনি ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তা দূর করার মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করতে চাইলেন। এভাবে তিনি একসময় তাঁর রাজ্যের সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করেন। রাজ্য জয় শেষে একজন মানবতাবাদী শাসকে পরিণত হন। উদ্বীপক-২-এর মেম্বারও জনসাধারণের হৃদয় জয় করে মেম্বার থেকে চেয়ারম্যান, পরে মেয়র এবং জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্য হয়েছেন।
 - 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় কবি মুঘল সম্মাট বাবুরের মানবপ্রেমের কথা ভুলে ধরেছেন। বাবুর এখানে রাজ্যজয়ের পর প্রজাসাধারণের হৃদয় জয় করতে পথে বের হয়ে মন্তব্য করেন যে এক মেঘের শিশুর জীবন বাঁচিয়ে তাঁর প্রাণের শত্রু রণবীর চৌহানের কাছে একজন মহৎ মানুষ হয়ে উঠেছেন। পরিচয় পেয়ে শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েও মহত্ব স্থাপন করেছেন সম্মাট বাবুর। প্রজাসাধারণের কাছে বাবুরের মহত্বের এই পরিচয়টি উদ্বীপক-২-এর মেম্বারের প্রতি জনগণের প্রশংসার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপক-২-এর ওয়ার্ড মেম্বার সম্মাট বাবুরের সার্থক প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ৩২ বিষয় : নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার।

মহবৰত আলী একদিন গঞ্জে ঘাসিলেন কিছু কেনাকাটা করার জন্য। দুই কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রধান সড়কে গিয়ে বাসে উঠতে হয়। প্রধান সড়কে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মহবৰত আলী দেখতে পেলেন বিপরীত দিক দিয়ে একটি দুর্গামী বাস আসছে। বাসটির ঠিক ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে একটি ছয় বছরের শিশু রাস্তা পার হওয়ার জন্য নিজের মতো হাঁটছে। এই মুহূর্তে মহবৰত আলী নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ছেলেটি কোলে নিয়ে রাস্তার পাশে লাক দেন। এতে দুজনের জীবন রক্ষা পেলেও মহবৰত আলীর পা ভেঙে যায়।

- ক. সম্মাট বাবুর কোনটি আসল জয় মনে করলেন? ১
- খ. 'পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল' কেন? ২
- গ. উদ্বীপকের মহবৰত আলীর সঙ্গে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার কার সাদৃশ্য আছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "উদ্বীপকের মহবৰত আলীর মধ্যে মহৎ গুণাবলি থাকলেও পুরোপুরি বাবুরের মতো নয়।" উক্তিটি উদ্বীপক ও 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

- ব.** • 'পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল' মত হাতির ভয়ে।
- সম্মাট বাবুর প্রজাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য পর্যটকের ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি দেখলেন, দিল্লির রাজপথে একটা মত হাতি ছুটে আসছে আর লোকজন প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। একটি মেঘের শিশু পড়ে ছিল রাজপথে। হাতির পায়ের নিচে পড়ে শিশুটির জীবন বিপন্ন হবে ভেবে বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। তিনি ঐ শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের হাতে ভুলে দিলেন।
 - গ.** • উদ্বীপকের মহবৰত আলীর চরিত্রের সঙ্গে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার বাবুরের সাদৃশ্য আছে।
 - পরোপকারে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই যথার্থ সুখ পাওয়া যায়। জগতে একমাত্র স্বার্থপর ব্যক্তিরাই পরোপকার থেকে বিরত থাকে। অনৈতিক ও অমানবিক কাজ করে নিজেদেরকে ক্ষমতাবান মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ভিত্ত এবং ক্ষমতাহীন।
 - উদ্বীপকের মহবৰত আলীর একজন মানবদরদি মানুষ। তিনি নিজের জীবনের পরোয়া না করে রাস্তায় বাসের তলায় চাপা পড়তে যাওয়া ছয় বছরের এক শিশুকে বাঁচান। তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী। 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় বাবুরের মধ্যেও অনুরূপ মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন তিনি দেখলেন, দিল্লির রাজপথে একটা মত হাতি ছুটে আসছে আর লোকজন প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। একটি মেঘের শিশু পড়ে ছিল রাজপথে। শিশুটির জীবন বিপন্ন হবে ভেবে বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। এসব দিক বিচারে বলা যায়, উদ্বীপকের মহবৰত আলীর সঙ্গে 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার বাবুরের সাদৃশ্য আছে।
 - ঘ.** • উদ্বীপকের মহবৰত আলীর মধ্যে মহৎ গুণাবলি থাকলেও পুরোপুরি বাবুরের মতো নয়।
 - মানব জীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায় মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে। মানব জীবনের পরিবেশের বাইরে মানুষের কিছু করণীয় আছে বলে মনে করার কারণ নেই। মানবকল্যাণ সাধনের মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত।
 - উদ্বীপকের মহবৰত আলীর মধ্যে মহানুভবতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা 'বাবুরের মহত্ব' কবিতার বাবুরের মহানুভবতা সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তবে বাবুরের মহানুভবতা মহবৰত আলীর থেকে একটু ভিন্ন। কারণ বাবুরের ঐ গুণ ছাড়া আরও কিছু মহৎ গুণ রয়েছে। তিনি ছিলেন প্রজাদরদি শাসক ও সাহসী যোদ্ধা। প্রজাদের দুর্দশা নিজে দেখার জন্য ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন এবং যেখানে অসংগতি দেখতেন তা দূর করার চেষ্টা করতেন।
 - কবি কালিদাস রায়ের 'বাবুরের মহত্ব' কবিতায় মুঘল সম্মাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ ভুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্মাট বাবুর সাহসী যোদ্ধা এবং প্রজাদরদি। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয় জয়ে মনোযোগী হয়েছেন। তিনি প্রজাদের কাছে এগিয়ে গেছেন তাদের দুর্দশা দ্রু করার জন্য। তিনি কেবল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আর প্রতাপশালী শাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ক্ষমার আদর্শে মহীয়ান এক মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। এসব দিক বিবেচনা করে তাই বলা হয়েছে, উদ্বীপকের মহবৰত আলীর মহৎ গুণাবলি থাকলেও তিনি পুরোপুরি বাবুর চরিত্রের মতো নন।

প্রশ্ন ০৩ বিষয় : বীরের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ।

‘বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।’ দুর্যোধন এই কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সবাই বুঝতে পারল যে যুদ্ধ এবার অনিবার্য। ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সারথী সঙ্গয় তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যুদ্ধ করে কারও লাভ হবে না।... কিন্তু না, যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন একেবারে সংকল্পবন্ধ।

[তথ্যসূত্র : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস]

- ক. বাবুর পানিপথের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন? ১
 খ. ‘ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে ম্যান’— উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের দুর্যোধনের সঙ্গে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার কার মিল রয়েছে? ৩
 ঘ. উদ্দীপকটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একটি বিষয়কে প্রকাশ করে যাত্র— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

- ক.** • বাবুর পানিপথের যুদ্ধে ইত্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন।
খ. • মেথর শিশুকে কোলে নিয়ে অশুচি হয়ে গেছে মনে করে জনৈক ব্যক্তি ছদ্মবেশী বাবুরকে শুচি হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্বোক্ত উক্তিটি করে।
 • রাজ্য জয়ের পর সম্রাট বাবুর প্রজাসাধারণের হৃদয় জয়ে মনোযোগী হন। তিনি দিল্লির পথে পথে ছদ্মবেশে ঘূরতে থাকেন। একদিন তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে এক মত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেথর শিশুকে উন্ধার করেন। তাঁকে ঘিরে চারপাশে ভিড় জমে যায়। সেই ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ছদ্মবেশী বাবুরকে বলে যে, শিশুটি একটি মেথর শিশু, তার জন্য সে বোকার মতো কেন প্রাণ দিতে যাচ্ছিল। ব্যক্তিটি পুনরায় তাকে ছেলেটিকে ফেলে দিয়ে ম্যান করে শুচি হতে বলে।
গ. • উদ্দীপকের দুর্যোধনের সঙ্গে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সংগ্রাম সিংয়ের মিল রয়েছে।
 • প্রত্যেকেই নিজের দেশকে ভালোবাসে। এটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যুগে যুগে দেশকে রক্ষা করতে দেশের বীর সন্তানরা জীবন দিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের জীবনের বিনিয়োগে হলেও দেশকে রক্ষা করেছেন।
 • উদ্দীপকে দুর্যোধনের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন বিনা যুদ্ধে তিনি অতি সামান্য পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না। প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। অনেকে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে যুদ্ধ করে লাভ নেই। কিন্তু তিনি স্বদেশ রক্ষায় যুদ্ধ করতে সংকল্পবন্ধ। ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায়ও দেখা যায় যে, সম্রাট বাবুর যখন দিল্লি জয় করেন তখন সংগ্রাম সিং গর্জে ওঠেন। তিনি বলেন যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে তিনি পরাজয় মানবেন না। তাই তিনি বাবুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উভয়ের মধ্যেই দেশপ্রেম ও সাহসী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উদ্দীপকের দুর্যোধনের সঙ্গে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সংগ্রাম সিংয়ের মিলের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

- ঘ.** • উদ্দীপকটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একটি বিষয়কে প্রকাশ করে যাত্র— মন্তব্যটি যথার্থ।

- মানুষের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত থাকে। মহৎ ব্যক্তিরা মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তাঁরাই প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত বীর।

- উদ্দীপকে একজন বীরের সাহস ও বীরত্বের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বীরযোদ্ধা দুর্যোধন তাঁর জন্মভূমির একটি কগাও বিনা যুদ্ধে শত্রুকে দিতে নারাজ। তাই তিনি যুদ্ধ করতে বন্ধপরিকর। এই বিষয়টি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায়ও সংগ্রাম সিংয়ের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি ছাড়াও বাবুরের মহত্ব কবিতায় সম্রাট বাবুরের বীরত্ব, সাহসিকতা, সংগ্রামী চেতনা, রাজা বিস্তার, প্রজারঞ্জন, মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি দিক প্রতিফলিত হয়েছে যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

• ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় সম্রাট বাবুরের রাজনৈতিক প্রজা, সচেতনতা, ক্ষমাশীলতা, মহত্ব ও মানবিকতার মতো গুণের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে তা নেই। এখানে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একটি মাত্র বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এসব বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত না হওয়ায় বলা যায় যে, প্রশ্বোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৪ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

সংভাই রাকিবকে কখনই আপন ভাবতে পারেনি আনিস। পিতা মারা গেলে সে রাকিবকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে নানা কৌশল অবলম্বন করে। একদিন আনিস পিতার নামে জাল উইল বানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশের হাতে আটক ভাইকে সব জেনে-শুনেই রাকিব ছাড়িয়ে আনে এবং সব সম্পত্তি আনিসকে লিখে দেয়। আনিস রাকিবের এ আচরণে বিস্মিত হয় এবং তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।

- ক. কোন যুদ্ধে সংগ্রাম সিং-এর পতন হয়? ১
 খ. ‘মাটির দখলই খাটি জয় নয়’— চৰণটি বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্দীপকের আনিস চরিত্রটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের রাকিবকে বাবুর চরিত্রে সার্থক প্রতিনিধি বলা যাব কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

- ক.** • খানুয়ার প্রান্তরের যুদ্ধে সংগ্রাম সিং-এর পতন হয়।
খ. • ‘মাটির জয় খাটি জয় নয়’ উক্তিটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে রাজ্য জয় করাই আসল জয় নয়, প্রজাদের মন জয় করাই আসল বিজয়।
 • ভারতের লোদি বংশীয় পাঠান সুলতান ইত্রাহিম লোদি এবং মেবার রাজ্যের অধিপতি সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে বাবুর দিল্লির সিংহাসন ও সমগ্র ভারত অধিকার করেন। কিন্তু রাজপুতরা তাঁকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই বাবুর ভাবলেন, মাটির দখলই খাটি জয় নয়, প্রজাদের মন জয় করাই প্রকৃত জয়। বাবুর তাই রাজ্য বিজয়ের পর প্রজাসাধারণের মন জয়ের দিকে মনোযোগ দিলেন।
গ. • উদ্দীপকের আনিস চরিত্রটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার রণবীর চৌহান চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
 • মানুষের কল্যাণ সাধনের মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত থাকে। মানবতাবাদী মানুষের সর্বত্র সম্মানিত হন। শত্রুরাও তাদের মানবীয় গুণের কাছে পরাজিত হয় এবং বশ্যতা স্থাকার করে।
 • উদ্দীপকের আনিস রাকিবের সৎ ভাই। সে রাকিবকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে জাল উইল করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রাকিব সব জেনে শুনে ভাইকে ছাড়িয়ে আনে। বিস্মিত আনিস ভুল বুঝতে পারে এবং অনুত্তম হয়। ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার রণবীর চৌহানও সম্রাট বাবুরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চার। তাই সে দিল্লির পথে পথে ঘূরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরোপকারে বাবুরের মহত্বে মৃদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নিজের কর্ম ও ইচ্ছার জন্য অনুত্তম হয়। তাই বলা যায় যে, ক্ষতি করার ইচ্ছা ও মহত্বের কাছে পরাজিত হয়ে অনুত্তম হওয়ার দিক থেকে ‘বাবুরের মহত্ব কবিতার’ রণবীর চৌহানের সঙ্গে উদ্দীপকের আনিস চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।
ঘ. • না, উদ্দীপকের রাকিবকে বাবুর চরিত্রে সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় না। কেননা বাবুর চরিত্রের সব গুণ রাকিবের মাঝে প্রতিভাব হয়নি।

- ত্যাগের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষের পরিচয় প্রকাশ পায়। পরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের পরিচয় যথার্থ হয়।
 • উদ্দীপকের রাকিব একজন মহৎপ্রাণ মানুষ। সংভাই আনিস তাঁকে বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে জাল উইল করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সব জনায় পরও তিনি ভাইকে পুলিশের হাত থেকে



ঢাড়িয়ে আনেন। অন্যদিকে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার সম্মাট বাবুর একজন সাহসী, বীর, উদার, মানবিক ও ক্ষমাশীল একজন মহৎ মানুষ। তার কাছে রাজ্যের চেয়ে প্রজা বড়। তিনি প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য ছদ্মবেশে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ান। একদিন নিজের জীবনের মাঝে ত্যাগ করে মত হাতির কবল থেকে এক মেঠের শিশুকে উন্ধার করেন। তাকে হত্যা করতে আসা রণবীর চৌহানকে ক্ষমা করে উদারতার ও মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। উদ্দীপকের রাকিবের আচরণে বাবুরের মানবিক ও মহৎ গুণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। সেখানে অন্যান্য গুণ অনুপস্থিত।

০ 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার সম্মাট বাবুর জ্ঞানী, বীর, সাহসী, মহৎ, উদার, মানবিক ও ক্ষমাশীল ধীরস্থির ব্যক্তি। অন্যদিকে উদ্দীপকের রাকিব চরিত্রে শুধু মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে অন্যান্য গুণের প্রকাশ না থাকায় রাকিবকে বাবুর চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় না।

প্রশ্ন ৩৫ রাজশাহী বোর্ড ২০১৮; বরিশাল বোর্ড ২০১৮

গত ২৩ জুন ২০১৮ তারিখ থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় চিয়াংরাই এলাকার থামুলুয়াং গুহায় বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয় ১২ জন খুদে ফুটবলার ও তাদের কোচ। ৯ দিন গুহায় আটকে থাকার পর ২ জুলাই বিটিপি ডুর্বুরিয়া তাদের সন্ধান পান। এরপর থেকেই শুরু হয় বৃন্দশ্বাসে ডরা উন্ধার অভিযান। এই উন্ধার অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে প্রাণ হারান সামান কুনান। ১০ জুলাই সকলকে জীবিত উন্ধারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় অবিস্মরণীয় অভিযানটি।

ক. খানুয়ার প্রাত্তর কী?

১

খ. 'কৃতঘ দৌলত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২

গ. উদ্দীপকে উন্ধারকৰ্মী সামান কুনানের মধ্যে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার বাবুরের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের সামান কুনানের গুণটি বাবুরের মহস্ত' কবিতার বাবুরের সামগ্রিক রূপ নয়।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

॥ শিখনফল ৪ ও ৫

বিপ্লবী ০ খানুয়ার প্রাত্তর হলো আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুন্দক্ষেত্র।

বিপ্লবী ০ 'কৃতঘ দৌলত' বলতে পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খা লোদির কথা বোঝানো হয়েছে।

০ বাবুরের ভারত আক্রমণের সময় দৌলত খা লোদি ছিলেন পাঞ্জাবের শাসক। তিনি নিজের দুপুর ইত্তাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। ঘটনাক্রমে পরে তিনি বাবুরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন। 'কৃতঘ দৌলত' বলতে এই দৌলত খা লোদিকেই বোঝানো হয়েছে।

বিপ্লবী ০ উদ্দীপকে উন্ধারকৰ্মী সামান কুনানের মধ্যে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার বাবুরের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যকে বাঁচানো।

০ মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মমতাবোধ, মহানুভবতা মানুষকে অমর করে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে অন্যের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টাই মনুষ্যত্ববোধ। এর মধ্যেই নিহিত থাকে জীবনের সার্থকতা।

০ উদ্দীপকের সামান কুনান গুহায় নিখোঁজ হওয়া ফুটবল দলকে উন্ধার করতে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি উন্ধার অভিযান পরিচালনা করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি নিজের জীবনের চেয়ে আটকে পড়া ফুটবলারের জীবনকে বড় করে দেখেছেন। যা তার মানবতাবোধ বা মনুষ্যত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় সম্মাট বাবুর ও নিজের জীবন উপেক্ষা করে মত হাতির কবল থেকে রক্ষা করেছেন এক পথের মেঠের শিশুকে। যা তার মানবতাবোধ বা মনুষ্যত্বেরই প্রকাশ। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে উন্ধারকৰ্মী সামান কুনানের মধ্যে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার বাবুরের নিজের জীবন বাজি রেখে অন্যকে বাঁচানোর দিকটি ফুটে উঠেছে।

বিপ্লবী ০ "উদ্দীপকের সামান কুনানের গুণটি বাবুরের মহস্ত' কবিতার বাবুরের সামগ্রিক রূপ নয়।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

০ এই পৃথিবীর সব মানুষই সমান। মনুষ্যত্ববোধের কারণে তারা মানুষ পরিচয় লাভ করে। তবে যারা সমাজের রক্ষক তাদের সব সময় মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দের খেয়াল রাখতে হয়। তাদের সুশাসনেই পৃথিবী হয়ে ওঠে সাম্য ও ভালোবাসার স্থান।

০ উদ্দীপকের সামান কুনান মানুষকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন দেন। তার এই ভাগ মহস্ত ও মহানুভবতার পরিচয় প্রকাশ করে। তিনি গুহায় আটকে থাকা খেলোয়াড়দের উন্ধার করতে উন্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে জীবন দিয়ে দেন। 'বাবুরের মহস্ত' কবিতায় মেঠের শিশুর প্রাণ রক্ষা করার মধ্য দিয়ে সম্মাট বাবুরের এই গুণটি প্রকাশ পায়। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় শুধু শিশুর জীবন বাঁচানোর মধ্য দিয়েই সম্মাট বাবুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়নি। এছাড়াও তিনি ছদ্মবেশে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখতে পথে পথে ঘুরেছেন। রণবীর চৌহানকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাজ্যের ভালো-মন্দ বিষয়ে চিন্তা করেছেন, যা তাঁর চরিত্রের অন্যান্য গুণের প্রকাশ ঘটায়।

০ উদ্দীপকের সামান কুনানের গুণটি সম্মাট বাবুরের একটি গুণেরই প্রকাশ ঘটায় মাত্র। আলোচ্য কবিতায় এ গুণটি ছাড়াও বাবুরের মানবিক মূল্যবোধ, দুরদূর্শিতা, প্রজারঞ্জনকারী মনোভাব, বীরত্ব, মহস্ত ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৬ সিলেট বোর্ড ২০১৯

পুত্রহত্যাকারীকে দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করে আসছেন ইউসুফ। হঠাৎ করে এক পথিক এসে আশ্রয় নেন ইউসুফের কাছে। পরে ঘটনাচক্রে পথিক নিজেই ইউসুফকে জানাল যে, সে-ই তার পুত্র ইত্রাহিমের গুণ্ঠিঘাতক। একথা শোনার পর ইউসুফ আগত্বক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার আস্তাবলের একটি শক্তিশালী ঘোড়ায় উঠিয়ে রাজ্য থেকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

ক. 'গুণ কৃপাণ' কী?

১

খ. "কৃতার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে।"- কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পথিকের সাথে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার যে চরিত্রের মিল থুঁজে পাওয়া যায় তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ইউসুফ যেন 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার সম্মাট বাবুরের যথার্থ প্রতিনিধি।"- বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর ॥ শিখনফল ৬

বিপ্লবী ০ 'গুণ কৃপাণ' হলো— লুকানো ছোট তরবারি।

বিপ্লবী ০ জামার নিচে তলোয়ার লুকিয়ে রেখে রণবীর চৌহান নামের এক রাজপুত যুবক সম্মাট বাবুরকে হত্যা করার জন্য দিল্লির পথে পথে ঘুরছে। সম্মাট বাবুর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইত্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে রাজপুতনার অর্গার্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহকেও খানুয়ার প্রাতরে পরাজিত করে সেই রাজ্যাও দখল করেন। এতে মেবারের মানুষ তার প্রতি ক্ষুঁষ্য হয়। ফলে ষদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করে তার দেশের অপমান ঘোচাতে জামার নিচে তলোয়ার লুকিয়ে নিয়ে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

বিপ্লবী ০ উদ্দীপকের পথিকের সাথে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার রণবীর চৌহান চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

০ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে মানুষ নানা হিংসাত্মক কাজ করতে পারে। তবে প্রকৃত সত্ত্ব উদ্ঘাটনের পর যখন তার ভুল বুঝতে পারে তখন অনুশোচনায় দণ্ড হয়। মানবিকতাবোধ জাগরণের ফলে সে তখন হতে পারে যাঁটি মানুষ।

• উদ্দীপকের পথিক ইউসুফের পুত্রের হত্যাকারী। সে একদিন বিপদে পড়ে ইউসুফের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং ঘটনাচক্রে ইউসুফকে জানায় সেই ইত্তাহিমের হত্যাকারী। এ কথা শোনার পরও ইউসুফ পথিককে ক্ষমা করে দিয়ে দুরদেশে পাঠিয়ে দেন। 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় রণবীর চৌহানও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বাবুরকে হত্যা করতে সংকল্পবন্ধ হন। সুযোগ খুঁজতে থাকেন কীভাবে বাবুরকে হত্যা করতে পারবেন। কিন্তু যখন দেখেন বাবুর নিজের জীবন বাজি রেখে একজন মেঝের শিশুর জীবন বাঁচালেন তখন চৌহান বাবুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাবুরও তাকে ক্ষমা করে নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। রণবীর চৌহানের সঙ্গে উদ্দীপকের পথিকের এখানেই সাদৃশ্য রয়েছে।

বি. • "উদ্দীপকের ইউসুফ যেন 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার সম্মাট বাবুরের যথার্থ প্রতিনিধি।" মন্তব্যটি যথার্থ।

• ক্ষমা মহৎ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠগুণ। মহৎ মানুষ সব সংকীর্ণতা, দীনতা ও হীনতার উর্ধ্বে গিয়ে মানুষকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। ক্ষমার মধ্য দিয়েই মানবিকতার চূড়ান্ত আদর্শ গড়ে তোলা যায়।

• উদ্দীপকের ইউসুফ একজন ক্ষমাশীল ব্যক্তি। দীর্ঘদিন থেকে অনুসন্ধান করতে থাকা পুত্র হত্যাকারীকে পেয়েও তিনি তাকে ক্ষমা করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন। কেননা হত্যাকারী তার কাছে নিজ মুখে দোষ ঘীরকার করেছে। 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় সম্মাট বাবুরের মাঝেও এমন ক্ষমাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হত্যার ষড়যন্ত্রকারী রণবীর চৌহানকে ক্ষমা করে নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন।

• 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় সম্মাট বাবুরের বিজয় রাজপুতরা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। রাজপুতীর রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘূরছিলেন। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মাঝে ত্যাগ করে এক মত হাতির কবল থেকে একটি মেঝের শিশুকে উর্ধ্বার করে। এ দৃশ্য দেখে রণবীর বাবুরের কাছে গিয়ে তার উদ্দেশ্যের কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাবুর তাকে ক্ষমা করে মানবিকতা ও ক্ষমাশীলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। উদ্দীপকের ইউসুফও পুত্র হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেন। এসব বিচারে বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ ঢাকা বোর্ড ২০১৭

ড্যাবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয় সোমপাড়া গ্রামের অনেক মানুষ। দুরির মেঘারে এসব দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর বাড়িতে সবাইকে আশ্রয় দিলেন। খাবারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতো জনপ্রতিনিধি পেয়ে এলাকাবাসী খুব খুশি। দুরির সাহেবে পরবর্তী সময়ে সর্বস্বান্ত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

ক. 'হত' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. 'দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার কাঁকি'- চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

২

গ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার সামগ্রিক চিত্র নয়— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৬

ক. • 'হত' শব্দের অর্থ নিহত।

খ. • 'দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার কাঁকি'- চরণটি দ্বারা রাজ্য জয়ের পরও প্রজাদের হৃদয় জয় করতে না পারলে মুঘল সম্মাট বাবুরের এ জয় বৃথা মনে হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

• 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় সম্মাট বাবুরের মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি তাঁরতের লোদি বংশীয় পাঠান সুলতান ইত্তাহিম লোদি এবং মেবার রাজ্যের অধিপতি সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সমগ্র ভারত অধিকার করেন। কিন্তু প্রজাসাধারণ তাঁকে মেনে নিতে পারছিল না।

তখন তাঁর উপলব্ধি হয় যে তিনি যদি প্রজাদের হৃদয় জয় করতে না পারেন তাহলে তাঁর রাজ্য জয় প্রকৃত জয় নয়, সেটা মাটির জয় মাত্র। এক কথায়, তা এক ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ. • উদ্দীপকে 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার বাবুরের প্রজারঞ্জনের মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

• মহল্ল হচ্ছে মানুষের মানবীয় পুণ্যাবলির পরিশীলিত প্রকাশ। অন্যের প্রতি গভীর সহানুভূতি না থাকলে মানুষ মহৎ হতে পারে না। মহৎ মানুষ হীনতা, দীনতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা মানবকল্প্যাণে আত্মনিবেদন করেন।

• উদ্দীপকে মানবকল্প্যাণে আত্মনিবেদনকারী দুরির মেঘারের কথা বলা হয়েছে। তিনি মানবতার সেবায় ষেষজায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ড্যাবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়া সোমপাড়া গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়ান। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি তাঁদের প্রতিনিধি। তাঁর এ মহৎ কর্মের সঙ্গে 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার বাবুরের প্রজারঞ্জনের মানসিকতা সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি রাজ্য জয় করার পর প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য মহৎ কাজের প্রতি মনোযোগী হন। তিনি জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রজার দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মাধ্যমে তাঁদের মনে জায়গা করে নিতে চেয়েছেন। শত্রুর ডয় উপেক্ষা করে তিনি পথে পথে ঘূরে বেড়িয়েছেন। নিজের জীবনের বুকি নিয়ে মত হাতির সামনে থেকে মেঘের শিশুকে উর্ধ্বার করেছেন। উভয় জায়গায় জনপ্রতিনিধি হয়ে জনগণের মজালের জন্য কাজ করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকটির আলোচ্য কবিতার বাবুরের প্রজারঞ্জনের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ. • উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার সামগ্রিক চিত্র নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

• অন্যের অন্যায় আচরণকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানোই মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং বিপদে-আপদে এগিয়ে আসাই মানবতা। এতেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

• উদ্দীপকে দুরির মেঘারের কর্মকাণ্ডে মানবতার প্রতি গভীর অনুরাগ ও মানবসেবার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এতে বীরত্ব বা রাজ্য জয়ের মতো কোনো সাহস বা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় সম্মাট বাবুরের সাহস, যুদ্ধকৌশল, সংগ্রামী চেতনা ও রাজ্য জয় ও রাজ্য বিস্তারের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবোধের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

• 'বাবুরের মহল্ল' কবিতায় বাবুর সম্মাট হয়ে দুর্দেশে পথে পথে ঘূরে পুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ অবলোকন করেছেন। উদ্দীপকে সিংহাসন ছেড়ে এভাবে পথে পথে ঘোরার দৃষ্টান্ত নেই। সেখানে মত হাতির সামনে থেকে নিজের জীবনের বুকি নিয়ে কাউকে উর্ধ্বার করার বিষয়ও নেই। উদ্দীপকে শুধু অসহায় কিছু মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এসব কারণে তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭

ইসলামের বিতীয় খলিফা হ্যারত উমর (রা) প্রজাদের অবস্থা উপলব্ধি করার জন্য রাতের অন্ধকারে দুর্দেশে নগরে নগরে ঘূরে বেড়াতেন। একদিন এক দুঃখিনী মায়ের সকরুণ অবস্থা দেখে নিজের কাঁধে করে খাদ্যের বোঝা বহন করে দুঃখিনী মায়ের ঘরে পৌছে দিলেন।

ক. সংগ্রাম সিংকে বাবুর কোথায় পরাজিত করেন?

১

খ. "সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।"- বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকের খলিফা উমর (রা)-এর সাথে সম্মাট বাবুরের যে সাদৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই বাবুরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়— 'বাবুরের মহল্ল' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

১. ০ সংগ্রাম সিংকে বাবুর খানুয়ার প্রান্তরে পরাজিত করেন।
 ২. ০ “সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।”— একথা বলতে মুঘল সম্রাট বাবুরের রাজ্যবিস্তারকে বোঝানো হয়েছে।
 বাবুর ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অস্ত বয়সেই দুবার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন। পরে দৌলত খান লোদির আহ্বানে ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। তিনি মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকেও পরাজিত করে তার রাজ্য জয় করেন। এভাবে একের পর রাজ্য জয় করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়টি বোঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।
 ৩. ০ উদ্দীপকের খলিফা উমর (রা.)-এর সাথে সম্রাট বাবুরের প্রজাবাস্ত্র ও মানবপ্রেমের সাদৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।
 ৪. ০ পৃথিবীতে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই মানুষ। মানুষ হিসেবে সবার পরিচয় চূড়ান্ত হলেই জগৎ শান্তিতে ভরে উঠবে। সবার মধ্যে মানবতার এই বোধের সঞ্চার হলেই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ ছড়িয়ে পড়বে।
 ৫. ০ উদ্দীপকে উমর (রা.)-তাঁর প্রজাদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে বের হতেন প্রজাদের খোজখবর নেওয়ার জন্য। তাঁর মাঝে মানবপ্রেম ও প্রজাপ্রতি ছিল বলেই তিনি এভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় বাবুরও ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরেছেন তাঁর প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট জানার জন্য। বাবুরের মাঝে মানবপ্রেম ও প্রজাদের প্রতি ভালোবাসা ছিল বলেই তিনি এমন কাজ করতে পেরেছেন। এদিক থেকেই তাই বলা যায়, উদ্দীপকের খলিফা উমর (রা.)-এর সাথে সম্রাট বাবুরের প্রজাবাস্ত্র ও মানবপ্রেমের সাদৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।
 ৬. ০ উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই বাবুরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—মন্তব্যটি যথার্থ।
 ৭. ০ বিভেদ-বৈবর্য ভূলে একজন মানুষ আর একজন মানুষের দিকে সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিলেই পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসে। এর ফলেই মানবধর্ম ছড়িয়ে পড়ে।
 ৮. ০ উদ্দীপকে ইসলামের বিতীয় খলিফা হয়রত উমর (রা.)-এর তাঁর প্রজাদের প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর দায়িত্ববোধের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় প্রজাদের প্রতি বাবুরের ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের পাশাপাশি বীরত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে। পানিপথের যুদ্ধ এবং রাজ্য পরিচালনায় তাঁর শৌর্যবীর্যের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।
 ৯. ০ উদ্দীপকে শুধু উমর (রা.)-এর প্রজাদের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় বাবুরের প্রজাপ্রতি ছাড়াও তাঁর বীরত্বের দিকটিও উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটিই বাবুরের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।

প্রশ্ন ১৫। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

জামিল সাহেবের প্রতিবেশী হায়াত সাহেব সবসময় তাঁর ক্ষতি করতে লেগেই থাকেন। এমনকি তিনি বাড়ির দেয়াল এমনভাবে তুললেন যে, জামিল সাহেবের বাড়ির সদর দরজাই বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু একদিন হায়াত সাহেবের ছেলেকে ধরে নিয়ে গেলে জামিল সাহেবই ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। হায়াত সাহেব অনুত্তরে লজ্জায় জামিল সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইলেন। জামিল সাহেব বললেন, আপনার ছেলে কি আমারও ছেলে নয়?

৮নং প্রশ্নের উত্তর

১. শিখনকল ৬
 ২. বাবুর প্রজারঞ্জনে মন দিয়েছিলেন কেন?
 ৩. হায়াত সাহেবের সাথে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ৪. উদ্দীপকের জামিল সাহেব মহৎপ্রাণ বাবুর চরিত্রের সকল গুণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি— উদ্দীপক ও ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনকল ৬

১. ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান সম্রাটের নাম কী?
 ২. বাবুর প্রজারঞ্জনে মন দিয়েছিলেন কেন?
 ৩. হায়াত সাহেবের সাথে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ৪. উদ্দীপকের জামিল সাহেব মহৎপ্রাণ বাবুর চরিত্রের সকল গুণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি— উদ্দীপক ও ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।
 ৫. ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান সম্রাটের নাম সুলতান ইব্রাহিম লোদি।
 ৬. বাবুর প্রজারঞ্জনে মন দিয়েছিলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে রাজ্য জয়ই তাঁর আসল জয় নয়।
 ৭. সম্রাট বাবুর পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিলি অধিকার করেন। ধীরে ধীরে সারা উত্তর ভারত তাঁর করতলে আসে। রাজ্য জয় করার পর তিনি উপলব্ধি করেন যে রাজ্য জয় করাই আসল বিজয়। তাই রাজ্য জয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয় জয়ের কাজে বেশি মনোযোগী হন। মন দেন প্রজারঞ্জনের বিভিন্ন কাজে।
 ৮. হায়াত সাহেবের সাথে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার রণবীর চৌহানের সাদৃশ্য রয়েছে।
 ৯. মানুষের কল্যাণ করার মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত থাকে। মানবতাবাদী মানুষের সর্বত্র সম্মানিত হন। শত্রুও তাঁদের মানবীয় গুণের কাছে পরাজিত হয় এবং বশ্যতা বীকার করে।
 ১০. উদ্দীপকের হায়াত সাহেব জামিল সাহেবের প্রতিবেশী। তিনি সবসময় জামিল সাহেবের ক্ষতি করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু জামিল সাহেবের মহত্ত্বের কাছে তিনি পরাজিত হন। জামিল সাহেব তাঁর সন্তানকে ক্ষক্ষা করলে তিনি অনুত্পন্ন হন। তাঁর কাছে ক্ষক্ষা প্রার্থনা করেন। ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার রণবীর চৌহানও সম্রাট বাবুরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই সে দিল্লির পথে পথে ঘুরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরোপকারে বাবুরের মহত্ত্বে মৃগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষক্ষা প্রার্থনা করে। নিজের কর্ম ও ইচ্ছার জন্য অনুত্পন্ন হয়। তাই বলা যায় যে, ক্ষতি করার ইচ্ছা ও মহত্ত্বের কাছে পরাজিত হয়ে অনুত্পন্ন হওয়ার দিক থেকে হায়াত সাহেবের সঙ্গে বাবুরের মহত্ত্ব কবিতার রণবীর চৌহানের সাদৃশ্য রয়েছে।
 ১১. উদ্দীপকের জামিল সাহেব মহৎপ্রাণ বাবুর চরিত্রের সকল গুণের সার্থক প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেননি— মন্তব্যটি যথার্থ।
 ১২. ত্যাগের মধ্যে দিয়েই মনুয়াত্ববোধসম্পন্ন মানুষের পরিচয় প্রকাশ পায়। পরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের পরিচয় যথার্থ হয়।
 ১৩. উদ্দীপকের জামিল সাহেবের একজন মহৎপ্রাণ মানুষ। প্রতিবেশী হায়াত সাহেবের অন্যায়-অত্যাচার তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। হায়াত সাহেবের জামিল সাহেবের ক্ষতি করতে চাইলেও তাঁর বিপদে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন। হায়াত সাহেবের ছেলেকে ক্ষক্ষা করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার সম্রাট বাবুর একজন দূরদর্শী। তিনি সাহসী, বীর, উদার, মানবিক ও ক্ষমাশীল একজন মহৎ মানুষ। তাঁর কাছে রাজ্যের চেয়ে প্রজা বড়। তিনি প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য ছদ্মবেশে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ান। একদিন নিজের জীবনের মাঝে ত্যাগ করে মন্ত হাতির কবল থেকে এক মেঠের শিশুকে উত্থার করেন। তাঁকে হত্যা করতে আসা রণবীর চৌহানকে ক্ষমা করে উদারতার ও মানবতার দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধাপন করেন। উদ্দীপকের জামিল সাহেবের আচরণে বাবুরের মানবিক ও মহৎ গুণের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে অন্যান্য গুণের প্রকাশ না থাকায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলা যায়।
 ১৪. ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার সম্রাট বাবুর জ্ঞানী, বীর, সাহসী, মহৎ উদার, মানবিক ও ক্ষমাশীল ধীরস্মিন্দর ব্যক্তি। অন্যদিকে উদ্দীপকের জামিল চরিত্রে শুধু মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে অন্যান্য গুণের প্রকাশ না থাকায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলা যায়।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ১। ফ্রাসের প্যারিস শহরে কয়দিন আগে তুষার বড় হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে অনেক মানুষ তুষার চাপায় মৃত্যুবরণ করেন। এ দুর্ঘটনার পরে কর্মী ডি মারিয়া নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করেন।
 ক. কালিদাস রায় কবি হিসেবে কোন উপাধিতে ভূষিত হন? ১
 খ. রাজপুত যোদ্ধা বাবুরের নিকট আজ্ঞাসমর্পণ করেন কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের ষ্টেচাসেবক ডি মারিয়ার সাথে সম্মাট বাবুরের কোন দিকটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. “উদ্দীপকে বর্ণিত আদর্শবোধই বাবুরের আদর্শের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না”— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪
- ২। হেনকালে এক দরবেশ উঠি কহিলেন— ‘সুলতান’,
 সবচেয়ে তব শ্রেষ্ঠ যে-ধন দিতে যদি পার দান,
 খুশি হয়ে তবে বাঁচাবে আল্লা বাদশাজাদার প্রাণ।’
 শুনিয়া সে কথা কহিল বাবর শঙ্কা নাহিকো মানি—
 ‘তাই যদি হয়, প্রস্তুত আমি দিতে সেই কোরবানি,
 সবচেয়ে মোর শ্রেষ্ঠ যে ধন জানি তাহা আমি জানি।’
 ক. সম্মাট বাবুর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
 খ. “প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।”— এ পঙ্কজিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার কোন দিকটির সমর্থন মেলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একমাত্র দিক নয়— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪
- ৩। সেইদিন হতে রোগ-লক্ষণ দেখা দিল বাবরের,
 হৃষ্টচিংড়ে গ্রহণ করিল শয়া সে মরণের,
 নতুন জীবনে হুমায়ুন ধীরে বাঁচিয়া উঠিল ক্ষেত্র।
 মরিল বাবর— না, না, ভুল কথা, মৃত্যু কে তারে কয়?
 মরিয়া বাবর অমর হয়েছে, নাহি তার কোনো ক্ষয়,
 পিতৃশ্রেষ্ঠের কাছে হইয়াছে মরণের পরাজয়।
 ক. বাবুর মানে কী? ১
 খ. ‘পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল’— কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “মিল থাকলেও উদ্দীপকটি ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সামগ্রিকতা প্রকাশ করে না।”— মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর। ৪

৪। তারপর চেয়ে আসমান পানে বৃন্দা কহিল—“বাপ।
 শত্রুর তোর তলোয়ার তলে পেয়েও করিনু মাফ।
 এতদিন পরে তোর হত্যার লইলাম প্রতিশোধ,
 খুনের নেশায় আর করিব না আবেরের পথরোধ।”

ক. বাবুরের বিজয়ে কে গঞ্জে উঠল? ১

খ. সম্মাট বাবুর কীভাবে শত্রুর হৃদয় জয় করেছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতার একমাত্র বিষয় নয়।”— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫। একবার সিরাজগঞ্জের বন্যাবিধ্বন্ত এলাকায় ১০ জন লোক একটা ছনের ঘরের চালার ওপর দুদিন ধরে আটকা পড়েছিল। পানির তীব্র মোতের কারণে কোনো ষ্টেচাসেবক দল সেখানে যেতে পারছিল না। তখন এক ষ্টেচাসেবক দলের সর্দার জীবনের ঝুকি নিয়ে একটা দা দাঁতে চেপে ধরে মেছো দৈত্যের মতো সাঁতরে গিয়ে চালের বাঁধন কেটে দিয়ে লোকগুলোকে বাঁচায়। বাবুর পানিপথের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন।

ক. বাবুর পানিপথের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন। ১

খ. ‘মাটির জয় খাটি জয় নয়’— উক্তিটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ২

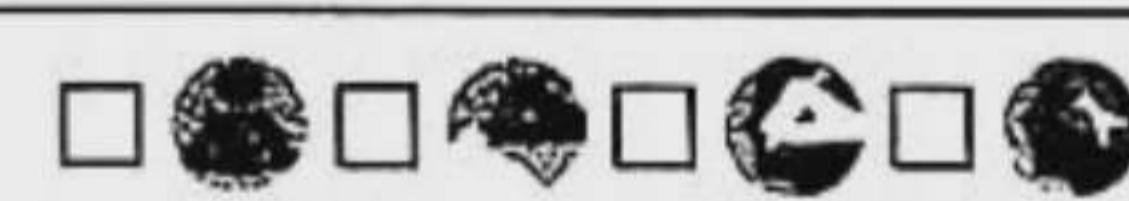
গ. উদ্দীপকে ষ্টেচাসেবক দলের সর্দারের সঙ্গে সম্মাট বাবুরের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে বর্ণিত আদর্শবোধ কবিতায় প্রতিফলিত বাবুরের আদর্শের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না।”— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



টপিকের ধারায় প্রণীত



প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। কালিদাস রায় কবি হিসেবে কোন উপাধিতে ভূষিত হন? [ৱা. বো. '১৭]

উত্তর : কালিদাস রায় ‘কবিশেখর’ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রশ্ন ২। সম্মাট বাবুর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

[সি. বো. '১৭]

উত্তর : সম্মাট বাবুর মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

প্রশ্ন ৩। কালিদাস রায়ের উপাধি কী? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : কালিদাস রায়ের উপাধি— পর্ণপুট।

প্রশ্ন ৪। কালিদাস রায় কোন উপাধিতে ভূষিত হন?

[বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]

উত্তর : কালিদাস রায় ‘কবিশেখর’ উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রশ্ন ৫। ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতাটির কবি কে?

উত্তর : ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতাটির কবি কালিদাস রায়।

প্রশ্ন ৬। কবি কালিদাস রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : কবি কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৭। কালিদাস রায় কোন যুগের কবি?

উত্তর : কালিদাস রায় আধুনিক যুগের কবি।

প্রশ্ন ৮। ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় ‘প্রান্তর’ কী?

উত্তর : ‘বাবুরের মহত্ব’ কবিতায় প্রান্তর হচ্ছে বিস্তৃত মাঠ বা ময়দান।

প্রশ্ন ৯। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর।

প্রশ্ন ১০। বাবুর অল্প বয়সেই কতবার সিংহাসন হারান?

উত্তর : বাবুর অল্প বয়সেই দুবার সিংহাসন হারান।

প্রশ্ন ১১। নিজ দেশ ছেড়ে বাবুর প্রথম কোন দেশের সিংহাসন অধিকার করেন?

উত্তর : নিজ দেশ ছেড়ে বাবুর প্রথম আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন।



প্রশ্ন ১২। বাবুরের কাছে পরাজিত মেবারের রাজাৰ নাম কী?

উত্তর : বাবুরের কাছে পরাজিত মেবারের রাজাৰ নাম সংগ্রাম সিংহ।

প্রশ্ন ১৩। দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রটির নাম কী?

উত্তর : দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রটির নাম পানিপথ।

প্রশ্ন ১৪। বাবুরকে ভারত আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করেন কে?

উত্তর : বাবুরকে ভারত আক্রমণ করার জন্য আহ্বান করেন দৌলত খা লোদি।

প্রশ্ন ১৫। রাজ্য জয়ের পর বাবুর কোন বিষয়ে মনোযোগী হন?

উত্তর : রাজ্য জয়ের পর বাবুর প্রজাদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে মনোযোগী হন।

প্রশ্ন ১৬। জামার আড়ালে কৃপাণ লুকিয়ে বাবুরকে খুঁজে ফেরে কে?

উত্তর : জামার আড়ালে কৃপাণ লুকিয়ে রাজপুত যুবক রণবীর চৌহান বাবুরকে খুঁজে ফেরে।

প্রশ্ন ১৭। দিল্লির পথে দাঁড়িয়ে মানুষের আসা-যাওয়া লক্ষ করে কে?

উত্তর : দিল্লির পথে দাঁড়িয়ে মানুষের আসা-যাওয়া লক্ষ করে রণবীর চৌহান।

প্রশ্ন ১৮। “বিজিতের হৃদি দখল করিবে” বলে কে স্মৃতি করলেন?

উত্তর : “বিজিতের হৃদি দখল করিবে” বলে সম্মাট বাবুর স্মৃতি করলেন।

প্রশ্ন ১৯। ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কালিদাস রায় কী করতে চেয়েছেন?

উত্তর : ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কালিদাস রায় মানবিক মূলাবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

৩ প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। রাজপুত যোদ্ধা বাবুরের নিকট আবাসমর্পণ করেন কেন?

উত্তর : বাবুরের মহত্ত্ব দেখে রাজপুত যোদ্ধা বাবুরের নিকট আবাসমর্পণ করেন।

রাজপুত যোদ্ধা রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বাবুরকে হত্যা করার জন্য দিল্লির পথে পথে ঘুরছিলেন। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মাঝে ত্যাগ করে মন্ত্র হাতির কবল থেকে এক মেধার শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিচ্ছিন্ন হন। তখন তিনি নিজের অপরাধ শীকার করে বাবুরের নিকট আবাসমর্পণ করেন।

প্রশ্ন ২। “প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।”— এ পঞ্জিক্তি স্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : “প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।”— কথাটি সম্মাট বাবুর বলেছেন রণবীর চৌহানকে উদ্দেশ্য করে।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করে চিতোরের অপমান ঘোচাতে বন্ধপরিকর। সে নিজের জামার আড়ালে তলোয়ার লুকিয়ে রেখে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার কাছে বাবুর একজন হীনপ্রকৃতির লোক। যুদ্ধ করে, পররাজ্য দখল করাই তার কাজ। একদিন ঘটনাক্রমে তার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। সে বাবুরের গুণ্ডাতক হওয়ার অপরাধ শীকার করে এবং নিজে শাস্তি পেতে তার পায়ে পড়ে। বাবুর তখন তাকে শাস্তি না দিয়ে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। এ বিষয়টি আলোচ প্রশ্নেক্ষণ লাইনটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ৩। “পাঠান-বাদশা লোদি পানিপথে হত।”— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : “পাঠান-বাদশা লোদি পানিপথে হত।”— উক্তিটির মধ্য দিয়ে পানিপথের যুদ্ধে লোদির পরাজয় ও মৃত্যুবরণকে বোঝানো হয়েছে।

‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতায় দিল্লির সিংহাসনে বাবুরের আরোহণ এবং প্রজারঞ্জনে তাঁর মানবিকতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। বাবুর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দৌলত খা লোদির আহ্বানে ভারতের লোদি বংশের শেষ পাঠান-সম্মাট সুলতান ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পানিপথ নামক স্থানে যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদি পরাজিত ও নিহত হন। আলোচ পঞ্জিক্তিটিতে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই স্মরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪। “শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।”— কথাটির মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : “শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।”— কথাটির মধ্য দিয়ে চিতোরের দেশপ্রেমিক যুবক রণবীর চৌহানের ক্ষেত্রের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

বাবুর রাজপুতনার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহকে খানুয়ার প্রান্তরে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রাজ্য দখল করেন। এর প্রতিশোধ নিতে এবং চিতোরের অপমান ঘোচাতে রাজপুতনার তরুণ রণবীর চৌহান জামার নিচে তলোয়ার লুকিয়ে দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার দেশ দখলকারী বাবুরকে সে হত্যা করতে চায়। দিল্লির রাজপথে চলাচলকারী লোকদের উপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাঁকে হত্যা করে চৌহান ঘদেশভূমি চিতোরের অপমান ঘোচাতে চায়।

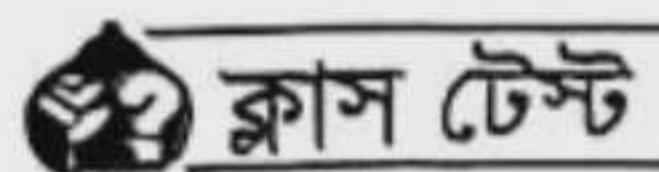
সুপার সাজেশন

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন

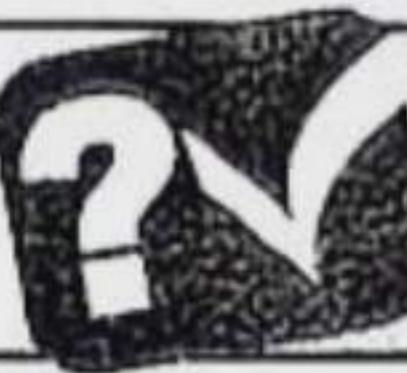
প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ কবিতাটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নির্দিষ্ট করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তরে ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৮, ৯	৩, ৭, ৯
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৮, ৬, ৮, ১০	৩, ৫, ১১, ১৫, ১৮
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২	৪

এক্সকুলিসিভ টিপস ▶ সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।

 ক্লাস টেস্ট

যাচাই ও মূল্যায়ন

বাংলা প্রথম পত্র
অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভিজ্ঞা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

১ × ১৫ = ১৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিজ্ঞার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

- | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ১. বাবুরের করপুটে রণবীর কী রাখল? | ৭. 'বে-আকুফ' শব্দের অভিধানিক অর্থ কী? | ১৩. নিচের কোনটি সঠিক? |
| (ক) গুণ অঙ্গ
(গ) গুণজামা | (ক) নির্বোধ
(গ) ধূর্ত | (ক) i ও ii
(গ) উন্নিপক্ষটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উভর দাও: |
| (খ) গুণকৃপাণ
(ব) গুণকৃত কোন বিষয়টি সম্ভাট বাবুরকে মুক্ত করে? | (খ) বিচক্ষণ
(ব) চালাক | 'ত্ব্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশ্মি মানুষে ষর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামির শশী। |
| ২. রণবীর চৌহানের কোন বিষয়টি সম্ভাট বাবুরকে মুক্ত করে? | ৮. কোনটি 'মর্জ্য' শব্দের সমার্থক? | ১৪. উন্দীপকে ফুটে ওঠা ভাবটি কোন রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? |
| (ক) রণ-কোশল
(গ) বিচক্ষণতা | (ক) আকাশ
(গ) ষর্গ | (ক) বাবুরের মহস্ত
(গ) পদে পাওয়া |
| ৩. রণবীর চৌহান জামার নিচে কী লুকিয়ে রেখেছিল? | ৯. রাজপুত জাতির প্রাচীন শাখার নাম কী? | (ব) দুই বিদ্যা জয়ি
(ব) অতিথির স্মৃতি |
| (ক) বন্দুক
(গ) কামান | (ক) লোদি
(গ) বী | ১৫. উন্দীপকে সাদৃশ্যের ভিত্তি হলো— |
| ৪. বাবুর কীসের বেশে দিল্লির রাজপুর্ণে মুরছিলেন? | ১০. সংগ্রাম সিংহ কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন? | i. মহানুভবতা
ii. অসাম্প্রদায়িকতা
iii. সাম্যবাদ |
| (ক) পথিক
(গ) দরবেশ | (ক) মেবার
(গ) সমরঘন্স | নিচের কোনটি সঠিক? |
| ৫. চৌহান কার হাতে গুণ তলোয়ার তুলে দিল? | ১১. 'হত' শব্দের অর্থ কী? | (ক) i ও ii
(গ) উন্দীপক্ষটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উভর দাও: |
| (ক) পথিকের
(গ) দৌলত খার | (ক) আহত
(গ) পরাহত | (ক) মেবার
(গ) রাজপুত |
| ৬. 'শুভ' কবিতার শব্দের অভিধানিক অর্থ কোনটি? | ১২. রণবীর চৌহানের ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য সঠিক? | ১৬. কালিদাস রায় কত খ্রিস্টাদে মৃত্যুবরণ করেন? |
| (ক) ঘোড়ার লেজ
(গ) গরুর লেজ | i. বিশ্বাসঘাতক
ii. ষদেশশ্রেণিক
iii. চিতরের যোদ্ধা | (ক) ১৯৫০
(গ) ১৯৬৫ |
| (খ) হাতির শুভ
(ব) পায়ের তলা | | (ব) ১৯৭৫
(ব) ১৯৫৬ |

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

১০ × ২ = ২০

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

১. 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' দুর্যোধন এই কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সবাই বৃথাতে পারল যে যুদ্ধ এবার অনিবার্য। ধূতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত ও প্রিয় সামৰ্থী সঙ্গয় তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যুদ্ধ করে কারও সাড় হবে না।... কিন্তু না, যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন একেবারে সংকল্পবন্ধ।
- ক. বাবুর পানিপথের যুদ্ধে কাকে পরাজিত করেন?
খ. 'ফেলে দিয়ে ওরে এখন করপে ম্লান'- উক্তিটি কেন করা হয়েছে?
গ. উন্দীপকের দুর্যোধনের সঙ্গে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার কার মিল রয়েছে?
ঘ. উন্দীপকের 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার একটি বিষয়কে প্রকাশ করে মাত্র— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।
২. সংভাই রাকিবকে কখনই আপন ভাবতে পারেনি আনিস। পিতা মারা গেলে সে রাকিবকে সম্পত্তি থেকে বাঁচাতে করতে নানা কোশল অবদম্বন করে। একদিন আনিস পিতার নামে জাল উইল বানাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশের হাতে আটক ভাইকে সব জেনে-শুনেই রাকিব ছাড়িয়ে আনে এবং সব সম্পত্তি আনিসকে লিখে দেয়। আনিস রাকিবের এ আচরণে বিশ্বিত হয় এবং তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে।
- ক. কোন যুদ্ধে সংগ্রাম সিং-এর পতন হয়?
খ. 'মাটির দখলই খাটি জয় নয়'- চরণটি বুঝিয়ে লেখ।
গ. উন্দীপকের আনিস চরিত্রটি 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? বাঁচা কর।
ঘ. উন্দীপকের রাকিবকে বাবুর চরিত্রের সার্থক প্রতিনিধি বলা যায় কি? তোমার মতের সমক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

- ৩। পুত্রহত্যাকারীকে দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করে আসছেন ইউসুফ। হঠাৎ করে এক পথিক এসে আশ্রয় নেন ইউসুফের কাছে। পরে ঘটনাচক্রে পথিক নিজেই ইউসুফকে জানাল যে, সে-ই তার পুত্র ইত্রাহিমের পুষ্টিঘাতক। একথা শোনার পর ইউসুফ আগতুক হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার আন্তরিক একটি শক্তিশালী ঘোড়ায় উঠিয়ে রাঙ্গ থেকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিলেন।
- ক. 'পুষ্ট কৃপাণ' কী?
খ. "কৃতার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে।"- কেন?
গ. উন্দীপকের পথিকের সাথে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার যে চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।
ঘ. "উন্দীপকের ইউসুফ যেন 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার সম্ভাট বাবুরের যথাৰ্থ প্রতিনিধি।"- বিশ্লেষণ কর।
- ৪। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয় সোমপাড়া প্রামের অনেক মানুষ। দুর্বির মেষার এসব দেখে শিশুর থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর বাড়িতে সবাইকে আশ্রয় দিলেন। যাবারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতো জনপ্রতিনিধি পেয়ে এলাকাবাসী বুব খুশি। দুর্বির সাহেব পরবর্তী সময়ে সর্বস্বান্ত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।
- ক. 'হত' শব্দেন অর্থ কী?
খ. 'দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার ফাঁকি'- চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উন্দীপকিটিতে 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উন্দীপকের 'বাবুরের মহস্ত' কবিতার সামগ্রিক চিত্র নয়— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

 উভরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভিজ্ঞা

১ (ব) ২ (ব) ৩ (ব) ৪ (ব) ৫ (ব) ৬ (ব) ৭ (ক) ৮ (ব) ৯ (ব) ১০ (ক) ১১ (ব) ১২ (গ) ১৩ (ক) ১৪ (ব) ১৫ (ক)

 উভরসূত্র ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন